অবশেষে অন্নপূর্ণা

দেবাশিস বিশ্বাস

[এদেশের প্রথম সারির পর্বতারোহীদের মধ্যে অন্যতম দেবাশিস বিশ্বাসের শিরে নয় নয় করে সাত/আটটি আট-হাজারি শৃঙ্গ জয়ের পালক। তেনজিং নোরগে জাতীয় পুরস্কারও আছে তাঁর ঝুলিতে। এখনও তিনি আপাদমস্তক অভিযাত্রী, আরোহণে তাঁর নিজস্ব দর্শনও গড়ে উঠেছে। নিজের অভিযান নিয়ে বইও লিখেছেন নিয়মিত। আজকের বৃত্তান্ত ইতিপূর্বে আরোহীর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যায় তার প্রথম পর্বটি পুনঃপ্রকাশিত হ'ল]

২০১০ সালের ১৭ মে। সকালেই একটা ছোট্ট খবর ছড়িয়ে পড়ল দাবানলের মতন। প্রথম অসামরিক বাঙালী হিসাবে এভারেস্ট জয় করেছেন দুই পর্বতারোহী - বসন্ত সিংহ রায় ও দেবাশিস বিশ্বাস। মাউন্টেনিয়ার্স এসোসিয়েশন অফ কৃষ্ণনগরের দুই সদস্য। পেশায় বসন্ত পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের কর্মী ও দেবাশিস ইনকাম ট্যাক্স অফিসার। পরের বছরই ২০শে মে তারা প্রথম অসামরিক ভারতীয় হিসাবে জয় করে ফেললেন পৃথিবীর তৃতীয় উঁচ্চতম তথা অন্যতম দুরূহ শৃঙ্গ – Mountaineers' Mountain বলে খ্যাত, কাঞ্চনজঙ্ঘা। পরপর ওই দুই আকাশছোঁয়া জয়ের খুশিতে সামিল হলেন আপামর পর্বতপ্রেমী। কিন্তু সাধ মিটল না তাদের। সবাই যে আরও বেশী করে শুনতে চান আরও দুর্গম, আরও অগম্য শৃঙ্গ-জয়ের গল্প।

সেই টানেই বুকের মাঝে বিশ্বলোকের সাড়া! পরের বছরই আবার তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন নতুন অভিযানের আকর্ষনে, নতুন জয়ের আশায়। এবার লক্ষ্য অন্নপূর্ণা-১।

অন্নপূর্ণা-১ (৮,০৯১ মি/২৬,৫৪৫ ফুট) উচ্চতার নিরিখে পৃথিবীর দশম উঁচ্চতম হলেও, পৃথিবীর যে চোদ্দটি আট হাজার মিটারের অধিক উচ্চতার শৃঙ্গ আছে, তাদের মধ্যে দুর্গমতা ও জীবনহানির বিচারে প্রথম। অথচ এই চোদ্দটি শৃঙ্গের মধ্যে সব চেয়ে কম আরোহণ হয়েছে এই শৃঙ্গেই।

অন্নপূর্ণার অর্থ - শস্যের, খাদ্যের, সম্পদের দেবী। প্রথম এভারেস্ট আরোহণের তিন বৎসর আগে ১৯৫০ সালের ৩রা জুন প্রথম অন্নপুর্না-১ আরোহন করেন ফ্রান্সের দুই অভিযাত্রী মরিস হেরজগ (Maurice

Herzog) ও লুই ল্যাচেনাল (Louis Lachenal) । আটহাজারি শৃঙ্গের মধ্যে এটিই প্রথম বিজিত হয়। অথচ আজ পর্যন্ত সব চেয়ে কম অভিযাত্রী স্পর্শ করতে পেরেছে এর শৃঙ্গ। Killer Mountain বলে খ্যাত অন্নপুর্না -১ অভিযানের দুঃসাহসিক এই যাত্রায় এবার সামিল দেবাশিস ও বসন্ত।

২ এপ্রিল, ২০১২, সোমবার। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে যাত্রা শুরু। গন্তব্য কাঠমান্ডু। বিমানবন্দরে ওদের বিদায় জানাতে হাজির অসংখ্য পর্বতপ্রেমী, ক্লাব সদস্য ও শুভানুধ্যায়ী। ক্লাব সভাপতি ডাঃ প্রমথেশ দাস মহাপাত্র ওদের হাতে তুলে দিলেন জাতীয় পতাকা ও ক্লাব পতাকা। উপস্থিত সবার তরফে তিনি দেবাশিস ও বসন্তকে শুভেচ্ছা জানালেন।

দুজনের ছোট্ট দল। দেড় ঘণ্টার মধ্যেই কাঠমান্ডু। শেরপা বন্ধু পেম্বা ও 'লোবেন এক্সপিডিশন'-এর কর্ণধার লোবেন বিমানবন্দরে ওদের অভ্যর্থনা জানালেন। ওই দিনই বিকালে হোটেলে ওদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন জীবন শ্রেষ্ঠ। নিউজিল্যান্ড নিবাসী মিসেস এলিজাবেথ হাউলির সঙ্গে ইনি কাজ করেন। পর্বতারোহণের সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করাই এঁদের কাজ।

যাত্রার মঙ্গলকামনায় পরদিন ওরা পুজো দিতে গেলেন বৌদ্ধ গুম্ফায়। সেখানে প্রাজ্ঞ লামার আশীর্বাদ গ্রহণের পর ওরা গেলেন বৌদ্ধনাথ স্তুপে। স্তুপে ১০৮ টি বাতি জ্বালালেন ওরা।

অন্নপূর্ণা মধ্য নেপালে অবস্থিত। জনপ্রিয় শহর পোখরার ঠিক উত্তরদিকে, কালী গন্ডকি নদীর পূর্ব দিকে এর অবস্থান। মধ্য নেপালের আর এক বিখ্যাত শৃঙ্গ ধৌলাগিরি (৮,১৬৭ মি.) আর অন্নপুর্নার মাঝে দিয়ে কালী গন্ডকি নদী উত্তর থেকে দাক্ষিণে বয়ে চলেছে পৃথিবীর গভীরতম গিরিখাত সৃষ্টি করে। অন্নপূর্ণা একাধিক শৃঙ্গের সমষ্টি। এই অঞ্চলে অন্নপুর্না-১ ছাড়াও আরও ১৩টি ৭০০০ মিটারের ও ১৬ টি ৬০০০ মিটারের অধিক উচ্চতার শৃঙ্গ আছে। এই সবকটি শৃঙ্গ নিয়ে যে Annapurna Conservation Area তার আয়তন ৭,৬২৯ বর্গ কিমি – নেপালের বৃহত্তম।

মূলত দুটি Route দিয়ে অন্নপুর্না-১ আরোহণ হয়। একটি পোখরা থেকে যে রাস্তা জমসম (Jomsom) হয়ে বিখ্যাত তীর্থস্থান মুক্তিনাথ গেছে, সে পথে ফেদিতে নেমে, মোদী খোলা বরাবর গিয়ে অন্নপুর্না-১ এর দক্ষিন গাত্র বেয়ে, আর অন্যটি ওই একই পথে আরও এগিয়ে লেতে গ্রামে নেমে হুম খোলা, মিরিষ্টি খোলা হয়ে অন্নপুর্না-১ এর উত্তর গাত্র বেয়ে। দেবাশিস বসন্তর অন্নপূর্ণা অভিযান উত্তরের এই পথ ধরেই।

৪ এপ্রিল, ওরা বেরিয়ে পড়লেন ভোররাতে। দেবাশিস–বসন্ত'র সঙ্গী দুই শেরপা পেম্বা ও দাওয়া, কুক নিমা ও নোরবু। রাস্তাতেই প্রাতরাশ সেরে নিলেন। দুপুরে পৌঁছলেন বেনি। বেনিতে গাড়ি পাল্টে সেদিনই পৌঁছলেন ঘাসা। পরদিন সকালে বাসে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন লেতে। উচ্চতা ২,৪৮০ মি.। এখান থেকেই শুরু হবে হাঁটা। ট্রেকিং।

ধৌলাগিরির পূর্ব ঢালে ছবির মতন সাজানো গ্রাম লেতে। সেদিন ওখানেই থাকা। সেখানেই জোগাড় হ'ল প্রয়োজনীয় পোর্টার। চলল পুরোদমে গোছগাছের কাজ। পরদিন সকাল সাড়ে আটটায় শুরু হল হাঁটা। একটাই লক্ষ্য, অন্নপূর্ণা জয়।

শুরুতেই দড়ির ব্রিজ ধরে পার হতে হল কালীগন্ডকি নদী। পথ পূর্ব ও দক্ষিন-পূর্ব বরাবর। প্রথমেই পড়ল চোয়ো গ্রাম। হালকা হালকা ঢাল বেয়ে এবার একটু একটু করে উঠে যাওয়া। এরপর যে গ্রাম পড়ল তার নাম জিপ্রা। এবার পথ চাষের জমির মধ্য দিয়ে। গম, আলু, ভুট্টা – প্রধানত এসবেরই চাষ। এক

জায়গায় কাঠের ফলকে অন্নপুর্না বেস ক্যাম্প বা ABC যাবার পথনির্দেশ। মেঘলা আবহাওয়ার মধ্যেই ধীরে ধীরে উঠে যাওয়া। এরপর নেমে যাওয়া ছোট্ট একটা নদীর বুকে। একটা দল উপর থেকে নেমে এসেছে, তাদের রান্না চলছে। একদম আমাদের চড়ুইভাতির মতন। উল্টো দিকের ঢাল দিয়ে তাদের কয়েকজন নেমে আসছে। এই পথেই উঠে যেতে হবে।

নদীর পর শুরু হল খাড়া চড়াই, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ। সেই পথে একটানা চলে বিকাল নাগাদ ওরা পৌঁছলেন কিছুটা সমতল মতন এক জায়গায়। শেপার্ডস খড়কা। রাতটা এখানেই কাটবে। লাগান হ'ল তাঁবু। উচ্চতা প্রায় ৩,২৬০ মি.। সামনেই ধৌলাগিরি তার বিশালত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে।

পরদিন সকালে ফের বেরিয়ে পড়া। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে একটানা চড়াই। পিছন ফিরলেই চোখে পড়ছে বিশাল ধৌলাগিরি পর্বতমালা। খাড়া ঘাসের ঢালে বরফ পড়ে যাওয়ায় পথ বেশ বিপদজনক। প্রতি পদক্ষেপেই পা পিছলে যাবার আশংকা। তাই পা টিপে টিপে এগিয়ে চলা। একসময় বরফ কেটে কেটে পা রাখার জায়গা বানিয়ে এগোনো। এই পথ ধরেই বারোটা নাগাদ গিরিশিরার মাথায়। জায়গার নাম থুলোবুগিন পাস। পাসের মাথায় পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে চোরতেন বানানো।

ফের এগিয়ে চলা। পথ সেই পূর্ব দিক বরাবর। এবার অপেক্ষাকৃত হালকা ঢাল। সদ্য পড়া বরফ জমে আছে ঘাসের ঢালে। বিকালের মধ্যেই সেদিনের গন্তব্য হুম খোলা। উচ্চতা ৪,২৯০ মি.।

৮ এপ্রিল। সকালে সবাই তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়লেন। খাড়া পাহাড়ি ঢাল দিয়ে আড়াআড়ি পথ। পাথর আর ঘাসের ঢালে প্রচুর বরফ পড়ে রয়েছে, তাই অত্যন্ত পেছল ও বিপদজনক। শেরপারা এগিয়ে গেল রাস্তা তৈরী করতে। দড়ির সাহায্যে চলছে রাস্তা তৈরীর কাজ। সেই পথেই এক এক করে এগিয়ে চললেন ওরা।

এরপর বেশ খানিকটা নেমে আসা। এক ছোট্ট ঝোরা পার হয়ে ফের খাড়া চড়াই। এবার যে গিরিশিরার উপর উঠে এলেন, তার মাথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাঁবু লাগাবার চিহ্ন। নীলগিরি আভিযানেও এখানেই বেস-ক্যাম্প লাগান হয়। পূর্ব দিক বরাবর চলা। চোখ তুললেই দেখা যাচ্ছে সামনে মাথা তুলে দাড়িয়ে অন্নপূর্ণা।

পরপর কয়েকটি গিরিশিরা। চড়াই-উতরাই করে ধীরে ধীরে ওরা উঠে এলেন প্রায় ৫,০০০ মি উচ্চতায়। এবার টানা নিচের দিকে নামা। একটানা অনেকটা নেমে ওরা পৌঁছলেন মিরিস্টি খোলা বা নীলগিরি খোলার বুকে। বোল্ডারের উপর দিয়ে লাফিয়ে পার হলেন মিরিস্টি খোলা। ওপারেই পড়ল তাঁবু। এখানেই রাত্রিবাস।

ফের বেরিয়ে পড়া পরদিন সকালে। ঝকঝকে আবহাওয়া। সামনে তাকালেই চোখে পড়ছে তিলিচো শৃঙ্গ। পথেই পাথরের উপর বসে অল্প বিশ্রাম। সঙ্গের ফ্লাক্সে করে নিয়ে আসা চায়ে গলা ভিজিয়ে নেওয়া।

আরও এগিয়ে ওরা এসে পড়লেন অন্নপূর্ণার উত্তর হিমবাহের ডানপাশে। এরপর পুরোটাই মোরেন এলাকা। মাঝে গ্লেসিয়াল পুল। পান্না সবুজ তার জল।

ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ছেন যে জায়গায় তার তিনদিকই বিশাল বিশাল তুষারশৃঙ্গ দিয়ে ঘেরা। দাক্ষিন -পূর্ব দিকে তাকালেই চোখে পড়ছে অভীষ্ট অন্নপূর্ণা-১, যার টানে এই বিজন দুর্গমে আসা। আর কিছুটা উঠেই পড়ল লম্বা এক সমতল ময়দান। দূর থেকেই চোখে পড়ছে বেশ কিছু তাঁবু। ছড়ানো, ছিটানো। এটাই অন্নপূর্ণা বেস-ক্যাম্প।

পোর্টাররাও পৌঁছে গেল কিছুক্ষনের মধ্যেই। প্রথমেই লাগান হ'ল কিচেন টেন্ট। মালপত্র গুছিয়ে রাখার পাশাপাশি হয়ে গেল রান্না। পোর্টাররা খাওয়া সেরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিদায় নেবে। ওরা লেতের পথে রওনা দিয়ে যতটা সম্ভব নেমে যাবে, তাই এত ব্যস্ততা। খাওয়ার পর ওদের পাওনাগণ্ডা বুঝিয়ে দিল পেম্বা। এরপর পোর্টাররা বিদায় নিয়ে ফিরে চলল।

অনেকটা জায়গা জুড়ে অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প। উচ্চতা ৪,২০০ মি, বা প্রায় ১৪,০০০ ফুট। লাগান হ'ল দুই সদস্যের জন্য দুটো তাঁবু, শেরপা আর কুকের জন্য দুটো তাঁবু, টয়লেট টেন্ট। আর তৈরী হল মন্দির। এই অভিযানের বেশিরভাগ মালপত্র আগেই হেলিকপ্টারে চলে এসেছে। অন্য এক দল – কাঠমান্ডুর 'সেভেন সামিট ট্রেক' দলের সাথে। সেসব ওদের সাথে ২৬ শে মার্চ পৌঁছে গেছে বেস-ক্যাম্পে। এতদিন ওদের জিম্মায় ছিল এইসব মালপত্র।

বেস-ক্যাম্পের পুরো উত্তর আর উত্তরপূর্ব দিক খাড়া কালো পাথুরে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। এর পেছনেই তিলিচো শৃঙ্গ। দেওয়ালের আড়াল থাকায় এখান থেকে দেখা যায় না। উত্তরপূর্ব থেকে পূর্ব হয়ে দাক্ষিণ-পূর্বে অন্নপূর্ণা পর্যন্ত সুউচ্চ তুষার গিরিশিরা, যা অন্নপূর্ণা থেকে তিলিচো পর্যন্ত বিস্তৃত। এটাই বিখ্যাত Great Barrier Wall । পশ্চিমদিকে নীলগিরির বিভিন্ন শৃঙ্গ। একটু দক্ষিণ ঘেঁষে পশ্চিমদিকের যে ফাঁক,

সেখান দিয়েই ওরা বেস ক্যাম্প এ উঠে এসেছেন।

সদস্য-তাঁবুর পাশেই যে ঢিপির মতন অংশ, তার উপরেই বানানো হয়েছে মন্দির। ১১ এপ্রিল দিনটা শুরু হ'ল ঐ মন্দিরে পুজো-অর্চনার মধ্য দিয়ে। লামার ভুমিকায় অন্য দলের এক শেরপা। অন্যান্য দলের মেম্বার শেরপারাও মেতে উঠলেন পুজোয়। টাঙান হল

প্রেয়ার ফ্ল্যাগ। বিতরণ করা হল প্রসাদ। পুজো শেষে Breakfast সেরে ক্যাম্প ওয়ান-এর পথে বেরিয়ে পড়া।

প্রথমেই হালকা চড়াইয়ের ঢাল। এই ঢাল অন্নপূর্ণার উত্তর হিমবাহের ডানদিকের Right Lateral Moraine বা দক্ষিন প্রান্তীয় গ্রাবরেখা, মাটি-পাথর-বালির ঢাল। চলার পথের ডানদিকে এই ঢাল একদম খাড়া নেমে গিয়ে পড়েছে হিমবাহের উপর। মেঘলা আবহাওয়ায় ঘণ্টাখানেক সেই পথ ধরেই চলা। এরপর দড়ি ধরে খাড়া নেমে যেতে হ'ল হিমবাহের বুকে। হিমবাহে নেমে হিমবাহের ডানদিক বরাবর চলা। মাঝে মধ্যেই পাথরের উপর পাথর বসিয়ে কেয়ার্ন বানানো, এগুলোই পথের নিশানা।

হিমবাহের উপর দিয়েই বিভিন্ন জলধারা বয়ে চলেছে, বরফের মধ্যে নালার মতন তৈরী করে। মাঝে মাঝে হিমবাহের মধ্যে সেই জল জমে গ্লেসিয়াল পুল। আর চারপাশে বরফের নানান ভাস্কর্য। পুরো হিমবাহ জুড়ে অসংখ্য ক্রিভাস বা ফাটল। কোনটা ছোট, কোনওটা বা বিশাল, কোনওটায় উঁকি দিলে ঘন অন্ধকার।

ওরা পরে নিলেন মাউন্টেনিয়ারিং বুট ও তার তলায় লাগিয়ে নিলেন ক্র্যাম্পন, কাঁটার মতন, যা শক্ত বরফে চলার সময় পিছলে পড়া আটকায়। খাড়া উঠে যাওয়া, কখনও পাথুরে ঢাল বরাবর, কখনও বরফের ঢাল, চারিদিকে সব অসম্ভব সুন্দর, একইসঙ্গে ভয়ঙ্কর। বিপদের ঝুঁকি প্রতিপদেই, তাই চূড়ান্ত সতর্কতা। কখনও Ice Axe এ ভর দিয়ে, কখনও দড়ির সাহায্য নিয়ে এগোনো। খানিক পরে পাহাড়ের ঢাল বরাবর আড়াআড়ি ভাবে ডানদিকে চলা, একে বলে ট্র্যাভার্স। সেসব পার হয়ে, আরও কয়েকটা ঢিপি পার হয়ে ওঁরা পৌঁছলেন ক্যাম্প ওয়ান। ঘড়িতে তখন দুটো কুড়ি। পাথর আর বরফের ঢালের মাঝে অল্প সমতল মতন জায়গা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকটা তাঁবু আগেই লাগানো।

বেস ক্যাম্প থেকে নিয়ে আসা প্যাক লাঞ্চ দিয়ে সারা হল দুপুরের খাওয়া। অল্প সময় বিশ্রাম নিয়ে, ওখানে একটা তাঁবু লাগিয়ে তার মধ্যে বয়ে আনা মালপত্র রেখে, ওরা নেমে এলেন বেস-ক্যাম্পে।

বিদেশীদের যে দুটো দল আছে, তারা ২৭ মার্চেই পৌঁছে গেছে বেস ক্যাম্পে। ইতিমধ্যেই দু-দুবার ক্যাম্প-টু থেকে ঘুরেও এসেছে তারা। এখন অপেক্ষা করছে চূড়ান্ত অভিযানের। শৃঙ্গ জয়ের। অনুকূল আবহাওয়ার খবর এলেই বেরিয়ে পড়ার অপেক্ষা। তাই দেবাশিস-বসন্ত'র সময়ের বড়ই অভাব। ফলে ফের বেরিয়ে পড়া পরদিন।

সকাল সাড়ে আটটায় রওনা দিলেন ওরা। চেনা পথ হলেও গতকাল বিকাল থেকে প্রচুর

তুষারপাতের জন্য চেনা পথটাও অচেনা হয়ে গেছে। পথ চলার কষ্টও বেড়ে গেছে অনেক। কখনও গোড়ালি পর্যন্ত ডুবছে বরফে, কখনও হাঁটু। সেসব বাধা অতিক্রম করে ক্যাম্প ওয়ান পৌঁছনো গেল বেলা দুটোয়। ওদের পৌঁছে দিয়ে নরবু বেস ক্যাম্প ফিরে গেল। এখন ওরা চারজন, দেবাশিস বসন্তর সাথে পেম্বা আর দাওয়া। চারজনের জন্য একটাই তাঁবু। [পরের পর্বে শেষ]